ক্ষিতীশ রায় প্রযোজিত
সবিতা পিকচার্সের
নিবেদন •
দত্তক
পরিবেশক • মোহিনী পিকচার্স

সবিতা পিকচার্সের

দত্তক

প্রযোজনা : **ক্ষিতীশ রায়**

কাহিনী : **বীণাপাণি দেবী**

সম্পাদনা ও পরিচালনা : **কমল গাঙ্গুলী**

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : **মণি বর্ম্মণ**

অলোকচিত্র : অনিল গুপ্ত

শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল

তত্ত্বাবধায়ক : বিমল ঘোষ

সঙ্গীত : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শিল্প নির্দ্দেশনা : কার্ত্তিক বসু

রূপসজ্জা : গোষ্ঠ দাস

ব্যবস্থাপনা : দ্বিজেন ভৌমিক

দৃশ্যপট : কবি দাসগুপ্ত, যোগেশ পাল

চিত্র পরিস্ফুটন : বিজন রায়
(ফিল্ম সার্ভিসেস)

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : অসিম পাল, অসিত গুপ্ত, ভূপেন রায়

সম্পাদনা : পঞ্চানন চন্দ্র, প্রতুল রায়চৌধুরী

আলোক সম্পাত : গোপাল কুণ্ডু, জগন্নাথ ঘোষ, শৈলেন দত্ত, সুহাস ঘোষ, মাণিক পাল, উপেন চক্রবর্ত্তী।

আলোক চিত্র : জ্যোতি লাহা, মধু ভট্টাচার্য্য

শিল্প নির্দ্দেশনা : অনিল পাইন, নারায়ণ মিস্ত্রী

শব্দগ্রহণ : শশাঙ্ক বসু, বলরাম বারুই

রূপসজ্জা : সরোজ মুন্সী

ব্যবস্থাপনা : কেষ্ট দে, রামপ্রসাদ সাউ

ভূমিকায় : সন্ধ্যারাণী, প্রণতি ঘোষ, ছায়া দেবী, আশা দেবী, তারা ভাদুড়ী, ইরা চক্রবর্ত্তী, উষা দেবী, মীরা, মিনতি,
অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ সিংহ, মাঃ স্বপন, প্রীতি মজুমদার, শান্তি ভট্টাচার্য্য, মিন্টু চক্রবর্ত্তী, বেঞ্জামিন, কিশোরী পাইন প্রভৃতি।

রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত ★ ★ পরিবেশনা : মোহিনী পিকচার্স

দত্তক

স্ত্রী গীতাকে নিয়ে তরুণ ডাক্তার রমেশ পঞ্চাননতলায় গিয়েছিলো—সন্তান-কামনায় বন্ধ্যা নারীরা যেখানে মানত করে। কিন্তু দণ্ডী খাটতে খাটতে পালেদের বৌকে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়তে দেখে সে আতঙ্কে শিউরে উঠলো এবং স্ত্রীকে মানত করতে না দিয়েই সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

অদৃশ্য দেবতা বোধ করি অলক্ষ্যে মুচ্‌কে হাসলেন। গাড়ী থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদি' নীরদার আস্ফালন শোনা গেলো। বাপ মারা যেতে, বিধবা মামাতো বোন সরলা বছর তিনেকের ছেলেকে নিয়ে এসেছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রতে। নীরদা ওদের রাখতে কোনো মতেই রাজী নয়—যেহেতু মামা জীবিতাবস্থায় তাঁর কর্ত্তব্য কিছুমাত্রও পালন করেননি। সমস্ত দুঃখ বুকে চেপে, নিঃশব্দেই ফিরে যাচ্ছিলো সরলা; কিন্তু দুপুরের কাঠফাটা রোদ্দুরে অবসন্ন দেহ আর বইলো না। জ্ঞান হারিয়ে ধূলোয় লুটিয়ে পড়লো সে। ছেলেটা ছিট্‌কে প'ড়ে কেঁদে উঠলো। গীতা ছুটে এসে বুকে তুলে নিলো তা'কে। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ব'লে উঠলো: মানতের অনুষ্ঠান না মানতে পারলেও বাবা পঞ্চানন আমার প্রাণের মানত শুনেছেন, দিদি, তাই তিনি এমনি ভাবেই আমার কোলে ছেলে তুলে দিলেন।

সুতরাং সরলা আশ্রয় পেলো তা'দের সংসারে।

বড়ো ভাই কেদারনাথ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। এককালে ভিন্নগ্রামের ডাক্তার নিবারণ মজুমদারের অধীনে

কম্পাউণ্ডারী করতেন তিনি। ছোটো ভাইকে মানুষ ক'রে তুল্‌তে নিত্য আট মাইল পথ হাসিমুখেই হাঁট্‌তেন। কিন্তু রমেশ যেদিন ডাক্তার হ'য়ে বেরুলো, সেই দিনই নিবারণ মজুমদারের কাজে ইস্তফা দিয়ে, ভায়ের ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারী করতে ঢুকলেন। পাড়ার মাতব্বরেরা কেউ মাইনে বা অংশের কথা তুললে, হেসেই জবাব দিতেন: "স্বামী-স্ত্রী মিলে যে ব'সে ব'সে রমেশের রোজগারে খাচ্ছি, সেই তো আমার মাইনে—সেই তো আমার অংশ।"

ভাদ্রবৌ সম্বন্ধে তাঁর স্নেহ এবং গর্ব্বের অন্ত ছিলো না। কাশিমপুরের ধনী তালুকদার সত্যপ্রসন্নের একমাত্র মেয়ে গীতা। তা'র অন্তরের রূপ যে বাইরের রূপের চেয়ে ঢের ঢের বেশী—এটা তিনি যেমন চিনেছিলেন, তেমনটি বোধ করি আর কেউই পারে নি। আর গীতাও তা'র এই আত্মভোলা ভাসুরটিকে দেবতার মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো।

তবুও কিন্তু অশান্তির প্রপাত দুর্ব্বার গতিতে নেমে এলো ওই শান্তির ছোট্ট সংসারে। সরলা ও তা'র শিশুসন্তান স্বপনের প্রতি বিমুখ মুখরা নীরদাই এই অশান্তির স্রোতকে খরতর ক'রে তুললো। তা'র অক্লান্ত চেষ্টা চললো সরলা ও স্বপনকে এই নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে। কিন্তু নারীপ্রকৃতির আকর্ষণ-বিকর্ষণের কোন তত্ত্ব অনুসরণ ক'রে কে জানে, নীরদা যতোই স্বপনকে আশ্রয়চ্যুত করবার জন্যে চক্রান্ত করতে লাগলো, গীতার অসীম স্নেহ আর মাতৃত্ববোধও ততোই নিবিড় ক'রে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো।

গীতা ও নীরদার এই ভিন্নমুখী মানসতার সংঘাতে শেষ পর্য্যন্ত ভাঙন ধরলো নিরপরাধ দুই ভাইয়ের শান্তিময় ওই সম্মিলিত সংসারে।

অনিবার্য্য হ'য়ে উঠলো দুই ভাইয়ের পৃথক হওয়া। দেয়াল উঠলো দুই সংসারের মাঝে। রমেশ এই দুর্ঘটনায় আহত হ'লো। কিন্তু স্নেহাতুর বৃদ্ধ কেদারনাথ একেবারেই ভেঙে পড়লেন। তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যা আশ্রয় নিতে হ'লো।

তথাপি নীরদা শান্ত হ'লো না। তা'র বিদ্বেষের অগ্নিশিখা সরলা ও স্বপনকে ছাড়িয়ে এখন গীতাকেও ঝল্‌সে দিতে চায়। কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিদ্বেষ কিম্বা প্রেম, আরাম অথবা আঘাতই মাতৃস্নেহকে কোনোদিন অবদমিত করতে পারে না। গীতা তাই শেষ পর্য্যন্ত স্বপনকে বুকে নিয়ে স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী পিতার আশ্রয়ে চ'লে যেতে বাধ্য হ'লো।

জটীলতা আরো ঘন হ'য়ে উঠলো। প্রতিবেশীদের প্ররোচনায় রমেশও স্ত্রীর এই আচরণকে উদ্ধততারই প্রকাশ ব'লে মনে করলো। ফলে, সেও এখন গীতার বিরুদ্ধাচরণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

এই দুর্য্যোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ মনে হয় এইখানেই বুঝি বা সব শেষ.....

কিন্তু কল্যাণী নারীর মাতৃত্ববোধ আর অপত্যস্নেহ কি কোনোদিন ধ্বংস আর অকল্যাণকে মেনে নিতে পারে?

সেই প্রশ্নেরই আশ্চর্য্য সমাধান

দত্তক

•

সঙ্গীতাংশ

বাউলের গান

সে এক ক্ষ্যাপার ক্ষ্যাপা আছে।
ও তোর যা চাইবার তুই চেয়ে নেরে
প্রাণখোলা সেই আপন ভোলা
ভোলানাথের কাছে।

রাজসজ্জা ছেড়ে সে তার অঙ্গে মাখে ধূলো
ও তার নাইরে কোন ধরণ ধারণ
নাইরে চাল চুলো
ও তারে ক্ষ্যাপাস যদি দেখবি তবে
কেমনতর নাচে।

সে যে সদানন্দ ভাঙের নেশায় অষ্টপ্রহর হাসে
দুটো বেলপাতাতেই তুষ্ট হয়ে (ওরে ও সাধু ভাই)
সর্ব দুঃখ নাশে
ওরে সেই শুধু তোর মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারে
ও যদি ডাকার মতন কোনদিনও ডাকতে পারিস তারে
ও সে এক হাতে তার সব দিয়ে যায়
আর এক হাতে যাচে।

শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

গ্রামবাসীর গান

ও তোর সুখের ঘরে সিঁদ কাটিল যে
নিয়তি নাম তার।
কেন তার পরে তুই রুষ্ট হয়ে পথে পথে
ঘুরে মরিস আর।
মায়া যে ভাই সর্ব্বনাশা
(সেত) কাল ভুজঙ্গ হায়
দুধ কলাতে তারে যে মন
পোষ মানাতে চায়,
ও তার বিষ ছোবলে যায় যে জ্বলে
সোনারই সংসার॥

ভাইরে স্নেহ বড়ই কঠিন বাধি
তার যে ওষুধ নাই
কি পেলি তুই কি হারালি
ভাবিস কেন তাই
এ ভবে একা এসে
(চির দিনই) একাই যেতে হয়
দুদিনের খেলা সবই
কেউত কারো নয়
এ ভবে এক পলকেই আলো যে ভাই
হয়রে অন্ধকার॥

শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

B/3/55./735

জীবিকার চেয়ে জীবন কি বড়ো নয়?
প্রয়োজনের চেয়ে বড়ো কি নয় প্রেম?

সেই অপরাভূত প্রেমের গরিমাময় কাহিনীরই
অপূর্ব চিত্র-রূপায়ণ

কে, আর, প্রোডাক্‌সন্সের

ইন্দ্রাণী

প্রযোজনা : ক্ষিতীশ রায়

কাহিনী :
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সঙ্গীত :
তারাপদ চক্রবর্তী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
শ্রীতারাশঙ্কর

অচিন্ত্যকুমার-এর অপূর্ব্ব হাস্য-রসাত্মক কাহিনী

ইনি আর উনি

ঘটনার অভিনবত্বে ও শিল্পী-সমাবেশে অচিন্ত্যনীয়!

●

অভিনব পৌরাণিক চিত্র

সতী তুলসী

একমাত্র পরিবেশক : মোহিনী পিক্‌চার্স, কলিকাতা।

সবিতা পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার ব্যবস্থাপক শ্রীরাধাবিনোদ দাস কর্ত্তৃক ৩০ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।